নবীদের দোয়া সিরিজ-৪

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

হযরত ঈসা (আ:) এর দোয়া

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত: সূরা আল-মায়িদা ৫:১১২ থেকে ১১৫

১. হাওয়ারিরা হযরত ঈসা (আ:) এর কাছে বললো আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যাতে করে আল্লাহ আসমান থেকে খাবারের পুরো একটি মায়েদা আমাদের প্রেরণ করেন।

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ
يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

স্মরণ করো, হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, 'হে মারইয়াম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্য-পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করিতে সক্ষম? সে বলিয়াছিল, 'আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা মু'মিন হও।' (সূরা আল-মায়িদা ৫:১১২)

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ
صَدَقْتَنَا وَ نَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِينَ ﴿١١٣﴾

তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা চাই যে, উহা হইতে কিছু খাইব ও আমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করিবে। আর আমরা জানতে চাই যে, তুমি আমাদেরকে সত্য বলিয়াছ এবং আমরা উহার সাক্ষি থাকিতে চাই।' (সূরা আল-মায়িদা ৫:১১৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ
السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَ اٰخِرِنَا وَ اٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَ
ارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٤﴾

মারইয়াম-তনয় 'ঈসা বলিল, হে আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর; ইহা আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য হইবে আনন্দোৎসবস্বরূপ এবং তোমার নিকট হইতে নিদর্শন। আর আমাদেরকে জীবিকা দান করো; তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।'(সূরা আল-মায়িদা ৫:১১৪)

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ
اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٥﴾

আল্লাহ বলিলেন, আমিই তোমাদের নিকট উহা প্রেরণ করিব; কিন্তু ইহার পর তোমাদের মধ্যে কেহ কুফরি করিলে তাহাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের ওপর কাহাকে দিব না।' (সূরা আল-মায়িদা ৫:১১৫)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

হযরত যাকারিয়া (আ:) এর দোয়া

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত: সূরা আলে-ইমরান ৩:৩৫ থেকে ৪০

২. জাকারিয়ার দোয়া: আমার প্রভু তোমার পক্ষ থেকে তুমি আমাকে একটি উত্তম বংশধর দাও ।

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَٰنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا
فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾

স্মরণ করো, যখন ইমরানের স্ত্রী বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যাহা আছে তাহা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করিলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হইতে উহা কবুল করো, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আলে-ইমরান ৩:৩৫)

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي
أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَٰنِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

অতঃপর যখন সে উহাকে প্রসব করল তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করিয়াছি।' সে যাহা প্রসব করিয়াছে আল্লাহ তাহা সম্যকঅবগত। 'আর ছেলে তো এই মেয়ের মতো নয়, আমি উহার নাম 'মরিয়ম' রাখিয়াছি এবং অভিশপ্ত শয়তান হইতে তাহার ও তাহার বংশধরদের জন্য তোমার শরণ লইতেছি।' (সূরা আলে-ইমরান ৩:৩৬)

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّاَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا
زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا
رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۖ اِنَّ اللّٰهَ
يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

অতঃপর তাহার প্রতিপালক তাহাকে ভালোভাবে কবুল করিলেন এবং তাহাকে উত্তমরুপে লালন-পালন করিলেন এবং তিনি তাহাকে জাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। যখনি জাকারিয়া কক্ষে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইত তখনি তাহার নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখিতে পাইত। সে বলিত, 'হে মারইয়াম ! এই সব তুমি কোথায় পাইলে? সে বলিত, 'উহা আল্লাহর নিকট হইতে' নিশ্চয়ই আল্লাহ যাঁহাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিজিক দান করেন। (সূরা আলে-ইমরান ৩:৩৭)

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾

সেখানেই জাকারিয়া তোমার প্রতিপালক এর নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে তুমি তোমার নিকট হইতে সত বংশধর দান করো। নিশ্চয়ই তুমিপ্রার্থনা শ্রবণকারী।'
(সূরা আলে-ইমরান ৩:৩৮)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ
يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا
مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾

যখন জাকারিয়া কক্ষে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন তখন ফিরিশতাগণ তাহাকে সম্মোধন করিয়া বলিল, 'আল্লাহ তোমাকে ইয়াহিয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, সে হইবে আল্লাহরবাণীর সমর্থক, নেতা, স্ত্রী বিরাগী এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী।' (সূরা আলে-ইমরান ৩:৩৯)

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ؕ
قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾

সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র হইবে কিরূপে ? আমার তো বার্ধক্য আসিয়াছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা।' তিনি বলিলরন 'এইভাবেই'। আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করবে। (সূরা আলে-ইমরান ৩:৪০)

<u>পবিত্র কোরআনে বর্ণিত:</u> <u>সূরা মারইয়াম ১৯:২ থেকে 9</u>

৩. যখন সে (জাকারিয়া) ফরিয়াদ করেছিল তার প্রভুর কাছে নিরবে নিভৃতে।

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾

ইহা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বিবরণ তাহার বান্দা জাকারিয়া প্রতি, (সূরা মারইয়াম ১৯:২)

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿٣﴾

যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়াছিল নিভৃতে, (সূরা মারইয়াম ১৯:৩)

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَ اشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَیْبًا وَّ لَمْ
اَكُنْۢ بِدُعَآىِٕكَ رَبِّ شَقِیًّا ۴

সে বলিয়াছিল, 'হে আমার রব ! আমার অস্থি দুর্বল হইয়াছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রজ্জ্বল হইয়াছে; হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করিয়া আমি কখনও ব্যর্থকাম হয় নাই। (সূরা মারইয়াম ১৯:4)

وَ اِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَآءِیْ وَ كَانَتِ امْرَاَتِیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِیْ
مِنْ لَّدُنْكَ وَلِیًّا ۙ ۵

'আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা. সুতরাং তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী, (সূরা মারইয়াম ১৯:৫)

یَّرِثُنِیْ وَیَرِثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ ۖۗ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا ٦

'যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করিবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করিবে ইয়াকুবের বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাহাকে করিও সন্তোষভাজন।' (সূরা মারইয়াম ১৯:৬)

یٰزَكَرِیَّاۤ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِۨاسْمُهٗ یَحْیٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ
سَمِیًّا ۷

তিনি বলিলেন, 'হে জাকারিয়া ! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি, তাহার নাম হইবে ইয়াহিয়া; এই নাম পূর্বে আমি কাহারো নামকরণ করি নাই।' (সূরা মারইয়াম ১৯:৭)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ
الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾

সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বাধকের শেষ সীমায় উপনীত। (সূরা মারইয়াম ১৯:৮)

قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ
تَكُ شَيْئًا ﴿٩﴾

তিনি বলিলেন, 'এইরূপই হইবে।' তোমার প্রতিপালক বলিলেন, 'ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য; আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি যখন তুমি কিছুই ছিল না।' (সূরা মারইয়াম ১৯:৯)

<u>পবিত্র কোরআনে বর্ণিত:</u> **<u>সূরা আম্বিয়া ২১:৮৯, ৯০</u>**

৪. জাকারিয়া তার প্রভু কে ডেকে বলেছিল: প্রভু! তুমি আমাকে (সন্তানহীন করে) রেখো না।

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾

এবং স্মরণ করো জাকারিয়ার কথা, যখন সে তাহার প্রতিপালক এর আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রাখিও না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী।' (সূরা আম্বিয়া ২১:৮৯)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۫ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾

অতঃপর আমি তাহার আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইয়াহিয়া এবং তাহার জন্য তাহার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করিয়াছিলাম। তাহারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করিত, তাহারা আমাকে ডাকিত আশা ও ভীতির সঙ্গে এবং তাহারা ছিল আমার নিকট বিনীত। (সূরা আম্বিয়া ২১:৯০)

হযরত সুলাইমান (আ:) এর দোয়া

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত: সূরা আন-নামল ২৭:১৭ থেকে ১৯

৫. হে প্রভু! আমাকে সামর্থ দাও, আমি যেন তোমার নিয়ামতের শোকর করতে পারি।

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٧﴾

সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হইল তাহার বাহিনীকে-জীন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে এবং উহাদেরকে বিন্যস্ত করা হইল বিভিন্ন ব্যূহে। (সূরা আন-নামল ২৭:১৭)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَوۡاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمۡلِ قَالَتۡ نَمۡلَةٞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمۡلُ
ٱدۡخُلُواْ مَسَٰكِنَكُمۡ لَا يَحۡطِمَنَّكُمۡ سُلَيۡمَٰنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمۡ لَا
يَشۡعُرُونَ ١٨

যখন উহারা পিপিলীকা-অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছিল তখন এক পিপিলীকা বলিল, 'হে পিপীলিকা-বাহিনী ! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করো, যেন সুলাইমান এবং তাহার বাহিনী তাহাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষিয়া না ফেলে ।' (সূরা আন-নামল ২৭:১৮)

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكٗا مِّن قَوۡلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ
نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا
تَرۡضَىٰهُ وَأَدۡخِلۡنِي بِرَحۡمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٩

সুলাইমান উহার উক্তিতে মৃদু হাস্য করিল এবং বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ দাও যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছে তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্যে করিতে পারি, যাহা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শামিল কর । (সূরা আন-নামল ২৭:১৯)

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত: **সূরা সোয়াদ ৩৮:৩৪,৩৫**

৬. আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَٰنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾

আমি তো সুলাইমান পরীক্ষা করিলাম এবং তাহার আসনের উপর রাখলাম একটি ধড়; অতঃপর সুলাইমান আমার অভিমুখী হইল। (সূরা সোয়াদ ৩৮:৩৪)

قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَّا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِىٓ ۖ إِنَّكَ
أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান করো এমন এক রাজ্য যাহার অধিকারী আমি ছাড়া কেহ না হয়। তুমি তো পরম দাতা।' (সূরা সোয়াদ ৩৮:৩৫)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

হযরত দাউদ (আ:) এর দোয়া

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত: সূরা বাকারা ২:২৪৯ থেকে ২৫১

৭. আমাদের প্রভু ! আমাদের দৃঢ়তা দান করো, আমাদের কদমকে মজবুত রাখে এবং এই কাফের লোকদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো ।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ۙ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۚ
فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا
مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۚ فَلَمَّا
جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۙ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ
بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ ۙ كَمْ مِنْ
فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ
الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

অতঃপর তালুত যখন সৈন্যবাহিনীর সাথে বাহির হইল, 'আল্লাহ এক নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করিবেন। যে কেহ উহা হইতে পান করিবে সে আমার দলভুক্ত নহে; আর যে কেহ উহার স্বাদ করিবে না সে আমার দলভুক্ত; ইহা ছাড়া যে কেহ তাহার হস্তে এক কোষ পানি গ্রহণ করিবে সেও। অতঃপর অল্প সংখ্যক ব্যাতীত তাহারা উহা হইতে পান করিল। সে এবং তাহার সঙ্গী ঈমানদারগণ যখন উহা অতিক্রম করল তখন তাহার বলিল, 'জালুত ও তাহার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো শক্তি আজ আমাদের নাই।'কিন্তু যাঁহাদের প্রতায় ছিল আল্লাহর সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিবে তাহারা বলি, 'আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করিয়াছে। 'আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (সূরা বাকারা ২:২৪৯)

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ
ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

তাহারা যখন যুদ্ধার্থে জালুত ও তাহার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখিন হইল তখন তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে ধৈর্য দান করো, আমাদের পাঅবিচলিত রাখ এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেকে সাহায্য দান কর । (সূরা বাকারা ২:২৫০)

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَ
الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ
لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

সুতরাং তাহারা আল্লাহর হুকুমে উহাদের পরাভূত করিল; দাউদ জালূতকে সংহার করিল, আল্লাহ তাহাকে রাজত্ব ও হিকমত দান করিলেন এবং যাহা তিনি ইচ্ছা করিলেন তাহা তাহাকে শিক্ষা দিলেন । আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হইয়া যাইত । কিন্তু আল্লাহ জগৎসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল । (সূরা বাকারা ২:২৫১)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা নবী রাসূলগণ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রাথনা করেছেন এবং সাহায্য চেয়েছেন ।

আসুন, আমরা কুরআন ও হাদীস বুঝে বুঝে পড়ি এবং সে মোতাবেকজীবন যাপন করি । আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রাথনা করি এবং সাহায্য কামনা করি । আল্লাহ আমাদের সৎপথে পরিচালিত করুন ।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/